দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...07 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

16

ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক

মৃনাল কান্তি মোহান্ত

পৃথিবীর সর্বত্র নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নারীর শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের জন্য সব দেশের সরকারই একটি সুষ্ঠু ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু শিক্ষা-দীক্ষায় নয়, পৃথিবীর অর্ধেক নারী সমাজের জন্য পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সামাজিক সব উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত সুখের বিষয়-অন্তত আজকের দিনের ফতোয়াবাজদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে।

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অধিকার মাথা কুটে মরবে-এটা সত্যিই অমানবিক এবং অধর্ম। সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও তারা অবদান রাখতে পারে পুরুষের মতোই। পুরুষের মতো মেয়েরাও কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক হতে পারে স্বীয় সাধনায় এবং পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের সহযোগিতায় এবং হচ্ছেও। এ জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম, অন্যান্য দেশের তুলনায়। তার মধ্যে মেয়েদের আরও কম।

বর্তমান আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার শতকরা ১০০ ভাগ মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার জন্য ইতোমধ্যেই বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাছাড়া নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক করা এবং ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত শুভ ও সময়োচিত। মেয়েরা আদর্শ কন্যা, বধূ-ও জননীরূপে গড়ে উঠলে সবদিক থেকেই সমাজ ও দেশের মঙ্গল। তাই নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরল পদক্ষেপ। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি পদক্ষেপ নিলে আরও ভালো হয়। সেটা হচ্ছে ছাত্রদের ক্ষেত্রেও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা। সব ছাত্রের জন্যই এটা করতে হবে তা বলছি না। মেধা ও আর্থিক অবস্থা যাচাই করেই তা করতে হবে। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক দরিদ্র পিতা-মাতা তাঁদের সুন্দর ভবিষ্যত কল্পনা করেন। যেমন, ছেলে লেখা পড়া করে বড় হবে এবং তাঁদের দুঃখ ঘুচবে এবং সেই সঙ্গে ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। আমাদের দরিদ্র পিতা-মাতারা অন্তত সেই আশাই করেন। আমাদের দরিদ্র পিতারা তাঁদের ছেলেদের অর্থাভাবে পঞ্চম শ্রেণীর উপরে পড়াতে ব্যর্থ হন। তাই সরকার যদি গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছাত্রীদের মতো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন, তাহলে অনেক গরিব পরিবার বাঁচবে। আর গরিব পরিবার বাঁচলে সরকারও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন এবং দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হলে সরকারই তার প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার হবেন। সেজন্য সবদিক বিবেচনা করে ছাত্রীদের পাশাপাশি গরিব ও মেধাবী ছাত্রদেরও দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করলে ও উপবৃত্তি প্রদানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আরও প্রশংসিত হবেন ও বিদেশে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে এবং পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ বাঁচবে। পরিশেষে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জোর দাবি ও আবেদন জানাচ্ছি-"ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অবৈতনিক করলে ও উপবৃত্তির আওতায় আনা হোক।"

ছাত্রদের ক্ষেত্রেও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা। সব ছাত্রের জন্যই এটা করতে হবে তা বলছি না। মেধা ও আর্থিক অবস্থা যাচাই করেই তা করতে হবে।